দৈনিক
ইত্তেফাক

14 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থীর ওপর হামলার ঘটনায় বুয়েটে তালা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আরিফ রায়হান দীপের ওপর হামলাকারীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার ক্যাম্পাসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। ক্লাস বর্জন করে তারা উপাচার্যকে স্মারকলিপি প্রদান করে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের নয় দফা দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার যন্ত্র কৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা দীপকে হলে ঢুকে কুপিয়ে আহত করা হয়। আহত দীপ রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার একটি চোখ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। হামলাকারীকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

দাবি পূরণের আশ্বাস ভিসির

গতকাল সকাল ১০টায় বুয়েট ক্যাম্পাসে গিয়ে শহীদ মিনার সংলগ্ন মূল ফটকে তালা ঝোলানো দেখা যায়। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা বুয়েটের নিরাপত্তা জোরদারসহ নয়টি দাবি জানিয়েছে। দাবির মধ্যে রয়েছে- দীপের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন, হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাদী হয়ে মামলা দায়ের, কোনো ছাত্র, শিক্ষক বা কর্মচারী হামলায় জড়িত থাকলে তাকে বহিষ্কার, নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেয়া, নিবন্ধক ও ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টার জবাবদিহি নেয়া, হলসহ পুরো ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদারে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, প্রশিক্ষিত নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ ইত্যাদি। উপাচার্য এসব দাবির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং সকল দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বুয়েটের নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গতকাল বিকালে উপাচার্যের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ কে এম মাসুদ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি জানান, নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আরিফ রায়হানের চিকিৎসার ব্যয়ভার বুয়েট, প্রশাসন, বুয়েট অ্যালামনাই ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বহন করবেন। এর মধ্যে আরিফ রায়হানের চিকিৎসায় বুয়েট প্রশাসন আড়াই লাখ টাকা ব্যয় করেছে বলেও তিনি জানান। এছাড়া আরিফ রায়হানের ঘটনা তদন্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুরোধ জানানো হবে। সব আবাসিক হল ও ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে বলেও তিনি জানান।

হামলার তিন দিন আগে হেফাজতে ইসলামের লং মার্চকারীদের খাবার সরবরাহে হলের এক মসজিদের ইমামকে বাধা দিয়েছিলেন দীপ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই হামলা হয়েছে বলে শিক্ষার্থীদের ধারণা। শহীদ স্মৃতি হলের মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দীপসহ শিক্ষার্থীরা গত শনিবার রাতেই ছাত্র কল্যাণ পরিষদের পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেনের কাছে দাবি জানায়। ড. দেলোয়ার বলেন, তিনি বিষয়টি জানার পর পরই ইমাম আব্দুল আলিমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন।

মঙ্গলবার নিজের ছাত্রাবাস নজরুল ইসলাম হলে সকাল ১১টার দিকে হামলার শিকার হন দীপ। সেখানে একটি চাপাতি পেয়েছে পুলিশ। হলের দারোয়ান মো. জাকির হোসেনকে পুলিশকে জানিয়েছে, আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী পাজামা-পাঞ্জাবি ও টুপি পরিহিত দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি এই হামলা করে পালিয়ে যায়।